তেইশটি গল্প

লিও তলস্তয়

ভাষান্তর

বিপ্লব বিশ্বাস

পুনশ্চ

TEYISHTI GALPO
BY LEO TOLSTOY
Translated by Biplab Biswas

First Published
January, 2026

ISBN 978-81-7572-421-1

Price r 350

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

দাম r ৩৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

উৎসর্জন

আমার অনুবাদকর্মকে যাঁরা নিরুৎসাহিত করেছিলেন।

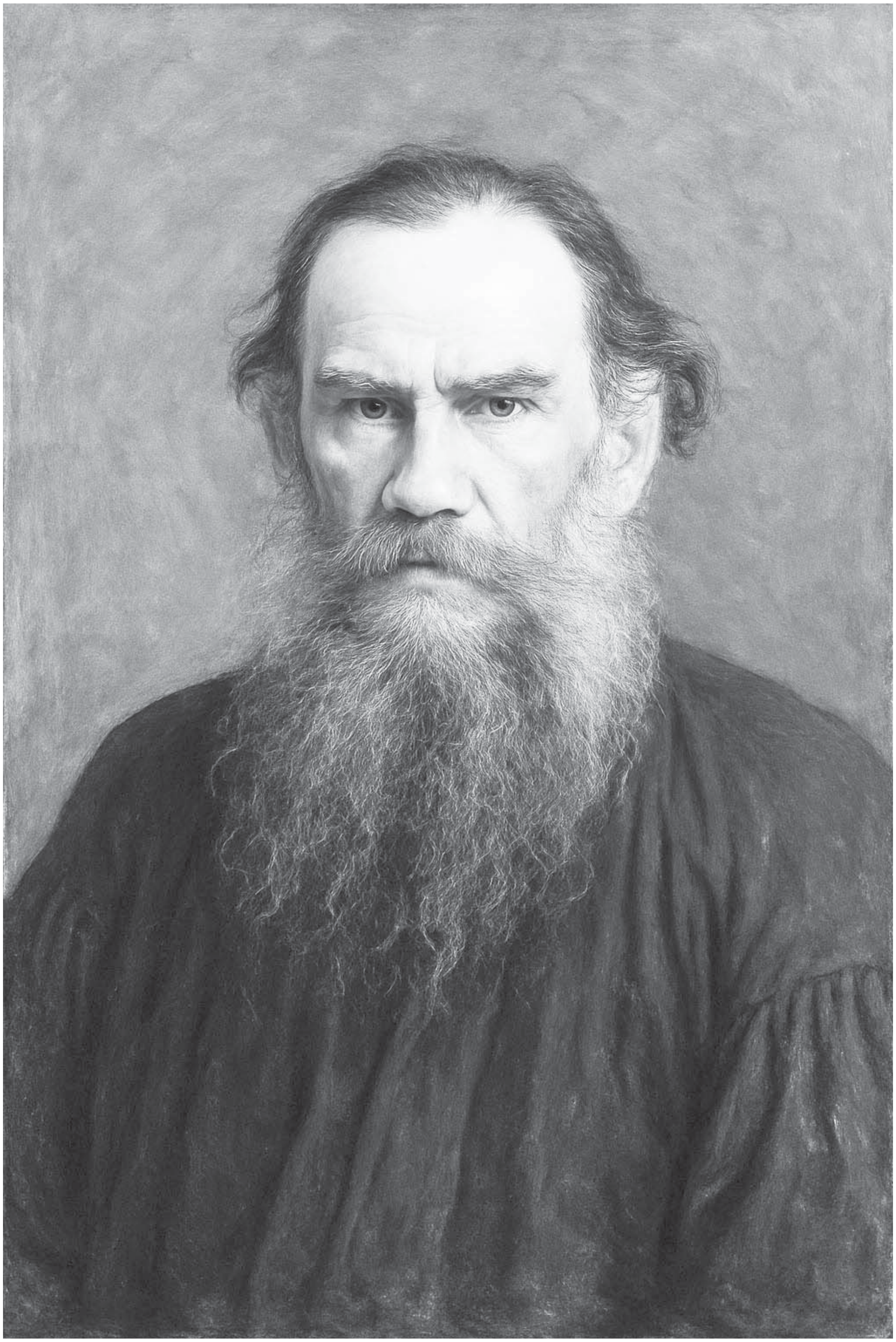

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	শিশুতোষ লোককাহিনি	৯
	ঈশ্বর সত্য দর্শন করেও অপেক্ষায় আছেন	৯
	ককেশাসের এক বন্দি	১৭
	ভালুক শিকার	৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়	পাঠকপ্রিয় গল্প	৫০
	মানুষের বাঁচার উপায়	৫০
	অবহেলিত আগুনের ফুলকি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে :	৭০
	দুই বৃদ্ধ	৮৪
	যেখানে ভালোবাসা, সেখানেই ঈশ্বর :	১০৫
তৃতীয় অধ্যায়	একটি রূপকথার গল্প	১১৬
	বোকা ইভান	১১৬
চতুর্থ অধ্যায়	ছবিতে গল্প	১৪১
	মন্দ লোকে লোভ দেখায় কিন্তু ভালোরা সয়ে যায়	১৪১
	ছোট্ট মেয়েরা বয়স্ক পুরুষদের চাইতে বুদ্ধিমান	১৪৪
	এলাইয়েস	১৪৬

পঞ্চম অধ্যায় পুনঃকথিত লোককথা ১৫১
তিন মুনির গল্প/ভোলগা জেলার
চালু প্রাচীন পুরাণ-কথা ১৫১
ক্ষুদে শয়তান ও রুটির শক্ত ছাল ১৫৮
একজন মানুষের কতটা জমি দরকার হয়? ১৬২
মুরগির ডিমের মতো বড়ো শস্যদানা ১৭৭
ধর্মপুত্র ১৮০
অনুতপ্ত পাপী ১৯৬
ফাঁপা ঢোল : (ভোলগা অঞ্চলের
দীর্ঘ প্রচলিত লোককথা) ১৯৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ফরাসি ভাষা থেকে অভিযোজিত (সংগৃহীত) ২০৬
সুরাটের কফি হাউজ (বার্নারডিন দ্য সেন্ট
পিয়েরের অনুসরণে) ২০৬
খুবই মহার্ঘ (গি দ্য মপাশাঁর একটি
গল্পের তলস্তয়কৃত অভিযোজন) ২১৩

সপ্তম অধ্যায় অত্যাচারিত ইহুদিদের সাহায্যার্থে
লিখিত গল্পাবলি ২১৮
অ্যাসিরিয়ার রাজা ইসরহ্যাডন ২১৮
কর্ম, মৃত্যু ও অসুস্থতা (একটি পুরাণকথা) ২২৫
তিনটি প্রশ্ন ২২৮

সূচনা-কথা

আদিম মানুষের গুহালিপি থেকে শুরু করে কথকতা, ঈশপের গলপো, আরব্য রজনীর গলপো, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের সরস গলপো, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ঠাকুরদার ঝুলি, ঠাকুমার ঝুলি ইত্যাকার সহজ, সরল শিক্ষামূলক, নৈতিক বোধোদ্দীপক গলপো-সম্ভার যুগ থেকে যুগান্তরে সাধারণ মানুষ তথা পাঠককে শুধু যে বিনোদন দান করেছে, তাই নয়—সঠিক মানুষ হতেও শিক্ষাদান করেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এগুলি পরম্পরাগতভাবে আমাদের মনে গেঁথে গিয়েছে যা চট করে ভুল হওয়ার নয়। লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। লালনের গভীর অনুভব-লালিত সহজ পরিবেশনায় গীতসকল আমরা তো সহজে ভুলি না। এ সবেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত ‘লোকশিক্ষে’ হয়। তথাকথিত সরল অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মানুষের অন্তরে খুব সহজেই গেঁথে যায়, এ সবের অন্তর কথা বা সুর যা দুর্বোধ্য বা জটিল কোনো সাহিত্য কিংবা সংগীত-ভাষ্য করতে সক্ষম নয়। তাই প্রকৃত অর্থেই এগুলিকে লোককথা বা লোকগান বলা হয়, যার অন্তঃসলিলা শক্তি ও প্রভাব চিরকালিক।

এখন প্রশ্ন হল, লিও তলস্তয়ের মতো বিশ্বখ্যাত লেখক কেন 23 Tales–এর মতো একটি বই লিখলেন যা তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে রচিত। ১৮৬৩ -৬৯ সময় পর্বে War and Peace ও ১৮৭৩ - ৭৮ সময়কালে Anna Karenina লিখে তো তিনি বিশ্বময় ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। তা হঠাৎ তাঁর কী এমন মানস-পরিবর্তন হল যে তিনি তাবড়-তাবড় লেখক, চিত্রকর,সুরস্রষ্টাদের সঙ্গে নিজেরও উপন্যাসসমূহকে এক বাক্যে নিন্দা করে বসলেন? ১৮৮০ সালের প্রথমদিকে তিনি স্পষ্টতই সাহিত্যের সাফল্য জনিত অহংকারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এই সূত্রে ‘আনা কারেনিনা’ সম্পর্কে বলেছিলেন : an abomination that no longer exists for me. ' জীবনের চড়াই-উতরাইকে সঙ্গী করে তিনি বিবিধ ও প্রশ্নবিদ্ধ মানসিক বিবর্তনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে এমনতরো কঠিন সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত What is Art? বইতে তিনি সুবোধ-জারিত হয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণাকে প্রকাশ করলেন এই বলে : The artist of the future will understand that to compose a fairy tale, a little song which will touch, a lullaby or a riddle which will entertain, a jest which will amuse, or to draw a sketch

such as will delight dozens of generations or millions of children and adults, is incomparably more important and more fruitful than to compose a novel, or a symphony, or paint a picture, of the kind which diverts some members of the wealthy classes for a short time and is then for ever forgotten. The region of this art of the simplest feelings accessible to all is enormous, and it is as yet almost untouched.' এই শেষ কথাটিই তাঁকে প্রাণিত করেছিল এই সকল লেখা লিখতে। আবার এই বইতেই তিনি বলছেন : The majority understand and have always understood... the highest art. The artistically simple narratives of the Bible, the Gospel parables, folk legends, fairy tales, folk songs are understood by everyone. এরপর পুনরায় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে যথার্থই বলছেন : Great works of art are great only because they are accessible and comprehensible to everyone.

সুতরাং সামগ্রিক বোধগম্যতার নিরিখে বিচার করে অনস্বীকার্যভাবেই বলা যায়, তলস্তয়ের এই লোককথা তথা নানা জাতীয় সরল কাহিনি-ঋদ্ধ গভীর শিক্ষামূলক বইটির তরজমা আমার কাছে অতীব গুরুত্ববহ ও জরুরি বলে মনে হয়েছে। তাই এই বিনম্র প্রচেষ্টা পাঠকের দরবারে হাজির করলাম। বাকিটা সান্দ্র পাঠকের হাতে যারা এর গহিনলোকে ডুব দিয়ে রসাস্বাদনে মগ্ন হবেন।

অলমিতি বিস্তরেণ।

ডিসেম্বর, ২০২৫ বিপ্লব বিশ্বাস

প্রথম অধ্যায়
শিশুতোষ লোককাহিনি

১. ঈশ্বর সত্য দর্শন করেও অপেক্ষায় আছেন

ভ্লাদিমির শহরে ইভান দিমিত্রিচ অ্যাকসোনফ নামে এক ব্যবসায়ী যুবক বাস করত। তার নিজের একটি বাড়ি আর দুটি দোকান ছিল। অ্যাকসোনফ সুপুরুষ, তার সুন্দর কোঁকড়ানো চুল ; বেশ মজাদার মানুষ আর গান খুব ভালোবাসত। টগবগে যৌবনে সে মদ খাওয়া অভ্যাস করেছিল আর মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে ফেললে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিত; কিন্তু বিয়ের পর সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিলেও পালেপর্বে একটু-আধটু খেত। জুলাই মাসের এক গরমের দিনে নিঝনি মেলায় (নিঝনি নভগোরদ রাশিয়ার এক বিশাল বাৎসরিক মেলা যা ভলগা নদীর পাড়ে বসে) যাওয়ার তোড়জোড়ে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তার বউ বলল, 'ইভান, আজকে বেরিয়ো না, তোমাকে নিয়ে এক খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।' এ কথায় হেসে অ্যাকসোনফ বলল, 'তোমার ভয় হল, মেলায় গিয়ে আমি মাতলামিতে মেতে উঠব, তাই তো?' উত্তরে বউ বলল, 'জানি না কীসের ভয় ; যা জানি তা হল, খুবই বাজে এক স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, শহর থেকে ফিরে এসে যখন টুপিটা খুললে তোমার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে।' অ্যাকসোনফ আবার জোর হেসে বলল, সে তো সুলক্ষণ। দেখো, যদি আমার মালপত্র বিক্রি করতে না পারি আর মেলা থেকে তোমার জন্য কিছু উপহার না আনতে পারি তাহলে...।' এই বলে সে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল, ঘোড়াগাড়ি ছুটিয়ে। পথের মাঝামাঝি গিয়ে তার সঙ্গে এক পরিচিত ব্যবসায়ীর দেখা হল এবং সেই রাতের জন্য তারা একই সরাইখানায় আশ্রয় নিল। তারপর একসঙ্গে চা পান করে পাশাপাশি ঘরে শুতে গেল। বেশি রাত্রে শুতে যাওয়া অ্যাকসোনফের অভ্যাস ছিল না এবং ঠান্ডা থাকতে থাকতে যাত্রার ইচ্ছায় সে তার গাড়ির চালককে ভোর হওয়ার আগেই তুলে দিয়ে গড়িতে ঘোড়া জুড়তে বলল।

তারপর সরাইখানার মালিক যে কিনা পিছনের একটা কুঁড়েঘরে থাকত তার সঙ্গে দেখা করল, বিল মেটাল, যাত্রা শুরু করল। প্রায় পঁচিশ মাইল যাওয়ার পর ঘোড়াদের খাওয়ানোর জন্য এক জায়গায় থামল। সেখানকার সরাইখানার সরু গলিতে অ্যাকসোনফ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল, তারপর গাড়ি–বারান্দায় এসে